আশা ও নিরাশার একটি সঙ্গীত-সন্ধ্যা

বনি আমিন

ভারত বিখ্যাত ও সঙ্গীত জগতের কয়েকজন জীবন্ত-কিংবদন্তির একজন আশা ভোঁসলেকে নুতন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কিছু নেই। ভারতীয়গোত্রের পৃথিবীর সকল প্রান্তেই আশাজীর পরিচিতি আছে। তবুও আরেকবার মনে করিয়ে দেয়ার জন্যেই বলতে হয়, ভারতের মহারাষ্ট্র (মারাঠা) রাজ্যের একজন যাত্রাশিল্পী ও গায়ক শ্রী দীননাথ মঙ্গেশ্কর পরিবারে আশার জন্ম। নয়বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। পিতার মৃত্যুরপর পুরো পরিবার ভাগ্যান্বেষনে তার জম্মস্থান পুণে থেকে পাশ্ববর্তি শহর কোলাহপুর অতঃপর মুম্বাইতে চলে যান। সহোদরা দিদি লতা মুঙ্গেশকরের সাথে সিনেমাতে (সহকারী হিসেবে) অভিনয় ও তার পাশাপাশি গান করে তারা তাদের হতদরীদ্র পরিবারকে সাহায্য করেছিলেন। আশাজী ১৯৪৩ সনে প্রথমবারের মত একটি মারাঠি সিনেমা 'মাঝা বাল' ছবিতে প্লেব্যাক করে রূপালী পর্দার জগতে পা রাখেন। ১৯৪৯ সনে 'রাত কী রানী' নামের হিন্দি ছবিতে তিনি এককভাবে প্রথমবারের মত গান গাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

মঙ্গেশকর পরিবারের ব্যাপক বাধা ও আপত্তিকে উপেক্ষা করে আশাজী মাত্র ১৬ বছর বয়সে তার দ্বিগুন বয়সী শ্রী গনপাত্‌রাও ভোঁসলের হাত ধরে পালিয়ে যান এবং অতঃপর বিয়ে করে 'ভোঁসলে' উপাধি ধারন করেন। উল্লেখ্য শ্রী গনপাত্‌রাও ভোঁসলে ছিল তারই বড়দিদি লতা মুঙ্গেশকরের ব্যক্তিগত সহকারী। অসম এবং আশীর্বাদহীন উক্ত বিয়েটি বেশীদিন টেকেনি। যার ভরসায় রাতের আঁধারে তিনি ঘরছাড়া হয়েছিলেন সেই পতি-পরম-গুরু, ননদ ও শাশুড়ীর যৌথ অত্যাচারে পাঁচ মাসের গর্ভবতি আশা ১৯৬০ এর শ্রাবনের কোন একদিনে পতি গনপাত্‌রাওকে ছেড়ে দু সন্তানকে নিয়ে মামার বাড়ীতে ওঠেন। তৃতীয়বারের মত সন্তানসম্ভবা আশাজী শারিরীক কষ্ট সত্তেও পেটের দায়ে বিভিন্নস্থানে তখনো মঞ্চ ও প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবে গান গাওয়া চালিয়ে গিয়েছিলেন।

বম্বে ফীল্মের সেই ত্রেতার যুগে নারীশিল্পী হিসেবে গীতা দত্ত, লতা মঙ্গেশকার এবং শামসাদ বেগমের ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। যেখানেই গান গাইবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠতেন সেখানেই আশাজী বার বার প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। সঙ্গীতকার ও গীতিকারদের চাহিদা মোতবেক শেষাব্দি তিনি সিনেমাতে ক্যাবারে গার্ল ও দুষ্টু চরিত্রের নারী শিল্পীদের জন্যে শুধুমাত্র প্লেব্যাক করতেন। ১৯৫০ সনে তিনি সবচেয়ে বেশী প্লেব্যাক করেছিলেন যার অধিকাংশই ছিল নিম্নমানের অথবা স্পল্প-বাজেটের সিনেমা। ১৯৫২ সনে দিলিপ কুমার অভিনীত 'সাঙ্গদীল' ছবিতে বাদ্যরচনাকারী সাজ্জাদ হোসেনের একটি গান গেয়ে আশা প্রথমবারের মত ছায়াছবির প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবে প্রদীপের আলোসীমায় প্রবেশ করেছিলেন। তারপর পরিচালক বিমল রয়ের 'পরিণিতা' (১৯৫৩), রাজ কাপুরের 'নান্নে মুন্নে বাচ্চে'তে মঃ রফির সাথে দ্বৈতকণ্ঠ এবং 'বুট পলিশ' ছবিতে গেয়ে তিনি আলোসীমার উজ্জলতর স্থানে পা রাখতে সক্ষম হন। ১৯৫৬ সনে সেকালের বিখ্যাত বাদ্যরচনাকারী ও. পি. নায়ার প্রযোজক গুরুদত্তের সি.আই.ডি ছবিতে গানগাওয়ার একটি সুবর্ণ সুযোগ আশাকে করে দেন। সেটাই তার প্রথম ছবি যাতে তিনি সিনেমার মুল নায়িকাদের জন্যে গেয়েছিলেন। অতপর ও.পি'র সহযোগিতায় তিনি অনেক সুপার-ডুপার হিট সিনেমাতে গান গেয়ে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তারপর আর তাকে ফিরে চাইতে হয়নি। তার কদর বেড়ে যায় বোম্বে চিত্রজগতে। দীর্ঘদিনের 'সঙ্গীত-সহবাস'এর ফলে সত্তুর দশকের গোড়ার দিকে আশাজীর সাথে ও.পি.নায়ারের একটি সুন্দর সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল বলে 'অপবাদ' আছে। 'তিস্‌রী মনজিল' নামক ছবিতে ১৯৬৬ সনে তিনি বিখ্যাত বাদ্যরচনাকারী ও সুরকার আর.ডি.বর্মন (ডাকনাম পঞ্চম) এর সাথে প্রথমবরের মত গাওয়া গানটি ছিল সুপারহিট। পঞ্চম বাবুই আশাকে সত্যিকার অর্থে ধ্রুপদি সঙ্গীত জগতে প্রথম টেনে এনেছিলেন। এতদ্‌সত্তেও ৭০ দশকের শেষাব্দি তিনি ক্যাবারে ডান্সারদের কণ্ঠশিল্পী হিসেবে বলিউডে পরিচিত ছিলেন। তবে ৮০'র গোড়াতে খৈয়ামের বাদ্যরচনায় আশাজী ওমরাওজান ছবিতে রেখার ঠোঁটে গান বসিয়ে সঙ্গীত জগতে তাঁর চৌকষতা প্রমান করেছিলেন। উক্ত সিনেমার 'ইয়ে ক্যায়া জাগা হ্যায় দোস্তো, 'দিল সীজ ক্যায়া হায়' এবং 'ইন আঁখুকি মাস্তি কে' গানগুলো সুর-বোদ্ধা ব্যক্তিদের মস্তিষ্কে আজো স্মৃতির জাল বোনে। আশা নিজেও ভাবতে পারেননি খৈয়ামের নির্দেশনায় 'সুরের ঘাট' অর্ধেকে নামিয়ে তিনি এত সুন্দর গাইতে পারবেন। খৈয়ামের এ

গানগুলোই তাঁকে প্রথমবারের মত জাতীয় পুরষ্কারে অলংকৃত করে। তারপর ৮৭ সালে আরেকবার জাতীয়ভাবে পুরস্কৃত হন ইজাজাৎ ছবিতে, 'ম্যারা কুছ সামান' গানটি গেয়ে। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন সুরকার ও বাদ্যরচনাকারীদের সাথে তিনি গান করেছেন। তার সঙ্গীত জীবনে ও.পি. নায়ার, খৈয়াম, রাভি, সচীন দেব বর্মন (সচীন-কর্তা), আর.ডি বর্মন (পঞ্চম), ঈলাইয়ারাজা (তামিলনাড়ু), জয়দেব, এ.আর রহমান, শঙ্কর-জয়কিষাণ, আনু মালীক ও মদন মোহনের নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলা ভাষাতে আশার গানের সুখ্যাতি প্রচুর যা সম্ভব হয়েছিল পঞ্চমের একনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও সহযোগিতায়। যারফলে তিনি দুর্দান্ত বাংলাও বলতে পারেন, এমনকি কোলকাতার 'ঘটি উচ্চারণ' ও পূর্ববঙ্গের 'বাঙ্গাল' টানেও তিনি বলেন ও বোঝেন। উক্ত 'সঙ্গীত-সহবাস'টি শেষাব্দি সচীন-কর্তার একমাত্র সন্তান পঞ্চমের সাথে তাঁকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। অবশ্য এক্ষেত্রে কথিত আছে যে পঞ্চমই প্রথম আশাকে যেকোন শর্তেই বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আশা এমনকি 'ভোঁসলে' পদবীটি ধরে রাখতে চাইলেও পঞ্চম তাতে আপত্তি করেননি।

১৯৮১ সনে আশা প্রথম বিদেশে (মধ্যপ্রাচ্য) গান করতে বের হন, অতঃপর আশির দশকে তিনি একে একে পৃথীবীর উল্টো-গোলার্ধ কানাডা, এ্যামেরিকা সহ অনেক দেশেই গান করেছিলেন। আশা গত কয়েক বছর আগে সিডনীর অপেরা হাউজে এসে এককভাবে গান করে গিয়েছিলেন। এবারে তিনি তার ১২জন বাদ্যযন্ত্রী সহ প্রয়াত বিখ্যাত কিশোর কুমার গাঙ্গুলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র গায়ক অমিত কুমার গাঙ্গুলীকে সাথে করে গাইতে আসেন। অনুষ্ঠানের আয়োজক সিডনীভিত্তিক একটি ভারতীয় 'সঙ্গীত-ব্যবসায়ী' সিনেষ্টার। অনুষ্ঠানস্থল সিডনী অলিম্পিক ময়দানের স্পোর্টস সেন্টার। প্রায় ৪,৫০০ আসনের মধ্যে ৩,৯০০ আসন ছিল আসীত।

অনুষ্ঠানের আগের দিন বিকেলে সিনেষ্টার তাদের ঘনিষ্ঠজনদের কয়েকজন এবং হাতেগোনা কয়েকজন কমিউনিটি সাংবাদিককে একটি এক্সক্লুসীভ রেঁস্তোরায় আশা, অমিত ও তাদের সঙ্গীতদলের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্যে ডাকেন। ভাগ্যচক্রে কিছুদিন আগে বোম্বেতে উক্ত প্রতিবেদকের সাথে আশাজীর দেখা হয়েছিল, তিনি করুণাকরে প্রতিবেদকের নামটিও মনে রেখেছিলেন। অনুষ্ঠানের আয়োজককে কথার ছলে জিজ্ঞেস করলেন 'বনি নামের কেউ-কি সিডনীতে থাকে?' আশার প্রশ্ন ও আয়োজকের ফোন করার ব্যবধান কয়েক মিনিটের বেশী ছিল বলে মনে হয়নি। সিনেষ্টারের কর্ণধার বন্ধুবর ইয়োগেশ শর্মা সাথে সাথেই ফোন, 'বনি-জী আব্ আ-যাইয়ে আজ স্যাম্পে আশাজীকো সাথ মোলাকাৎ কারনেকে লীয়ে'। বাকরুদ্ধহীন প্রতিবেদক অফিসের কাজ অসমাপ্ত রেখেই ডানটাউন থেকে পড়ি-মরি করে দে-ছুট সিডনীর শেষ-মাথা এ্যানান্‌গ্রোভের সেই রেস্তোঁরায়। উক্ত বৈঠকে আশা ও অমিতকে ঘিরে আনুমানিক ২০-৩০ জন উপস্থিত ছিল। বাংলাভাষী হাতেগোনা ৫-৬জন। স্বাভাবিক সৌজন্যতা ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের পরই শুরু হয় প্রশ্ন-উত্তরের পালা। আশাজী প্রতিবেদকের উপস্থিতি দেখেন, এক পর্যায়ে প্রতিবেদক তাকে হিন্দিতে যখন প্রশ্ন করার জন্যে চাইলেন, ঠিক তক্ষুনি তিনি অনেকটা উষ্মার ছলে বলেন 'বনি তুমি আমাকে বাংলাতে প্রশ্ন করবে, হিন্দি বা ইংরেজীতে নয়। আমি তোমার সকল প্রশ্নের উত্তর বাংলাতেই দেব, চাই বাকীরা বুঝুক বা না বুঝুক। প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্নাংশ হিন্দিতেই পরে বলবো।' পঞ্চম ও বাংলার প্রতি তার অকুণ্ঠ ভালোবাসা আরেকবার স্বচক্ষে উপস্থিত সকলেই দেখলেন। তিনি হিন্দিভাষীদের আমন্ত্রনে এসেছেন বলেই অলিম্পিক ময়দানের অনুষ্ঠানে আদৌ বাংলা গাইবেন কিনা প্রতিবেদকের এরূপ একটি প্রশ্নে আশাজী তাৎক্ষনিক মুখস্থ কয়েকটি হিট বাংলা গানের কলি গেয়ে শুনিয়ে বল্লেন, 'সেটা হয়তবা সম্ভব হবেনা, তবুও চেষ্টা করবো।' ঘন্টা দেড়েকের ঐ প্রেস-কনফারেন্স তথা আড্ডা থেকে ফেরার কালে প্রতিবেদককে যখন মার্তৃস্নেহের ছলে জড়িয়ে ধরলেন, তখন আশাজী কানে-কানেই বললেন, 'তোর জন্যে পঞ্চমের সুরে আমার গাওয়া শ্রেষ্ঠ বাংলা গানটিই শুধু আমি কাল অনুষ্ঠানে গাইবো।' উৎসুকদৃষ্টিতে প্রতিবেদক জিজ্ঞেস করেন, 'কোন্‌টি দিদি, ঐ যে সেটা? "যেতে দাও আমায় ডেকোনা"? তিনি কিছু বলেননি, শুধু মিটি মিটি হাসলেন। আশাজী সত্যিই কথা রেখেছিলেন, পুরো অনুষ্ঠানে তিনি শুধু একটিমাত্র বাংলা গানই করেছিলেন, "*যেতে দাও আমায় ডেকো না*"।

তারপর দিন শনিবার ৫ই মার্চ যথাস্থানে অনুষ্ঠান শুরু হয়, তবে ৭টা নয় ৭.৪০টায়। অনুষ্ঠানের শুরুতে অমিত কুমার তার স্বর্গীয় পিতা কিশোর কুমারের গাওয়া কয়েকটি চটুল গান করেন। গানের ফাঁকে মাঝে-মাঝে কিছুক্ষন

পিতার স্মৃতিচারণ করেন। সকলে অমিতের কাছে তাঁরই গাওয়া হিট গানগুলো শুনতে চেয়েছিল, কিন্তু অমিত হলভর্তি প্রায় সকল দর্শক-শ্রোতাকে নিরাশ করলেন। মঞ্চে তাকে কিছুটা মদ্যপ বলেও অনেকে নীচুস্বরে কটু মন্তব্য করেছিলেন। পিতা কিশোরের মত চটুল গানের পাশা-পাশি তিনি লম্ফ-ঝম্প দিয়ে শ্রোতাদের চিত্তে 'জোস' আনতে চাইলেও ভঙ্গিগুলো তাকে তেমন মানায়নি। কারণ 'কিশোর ছিল কিশোর, যে ক্ষনজন্মারা ৪০০ হাজার কোটি আলোকবর্ষ ব্যাপৃত মহাজগতের কোন এক অজানা স্থান থেকে কক্ষচ্যুত হয়ে আসে মর্ত্যে, যাদের আগমনের অপেক্ষায় মানবজাতীর প্রতীক্ষা করতে হয় শত-শত বছর।" অমিত সে হিসেবে হতাশ করেছেন সে রাতে শ্রোতাদের। অনেকেই বুঝেছেন তিনি কেন বাবাকে প্রতিস্থাপন করতে পারেননি। অথচ তার আগেরদিনের আড্ডায় প্রতিবেদকের এ প্রশ্নে উত্তর তিনি ঘুরিয়ে-বাঁকিয়ে দিয়েছিলেন। গানের জগতে ব্যর্থতার বিষয়ে তিনি কোন সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি । অমিতের বিষয়ে তার জঠরধারিনী রুমাগুহ ঠাকুরতারও আক্ষেপের শেষ ছিলনা।

অমিতের পরই আশাজী মঞ্চে উপনীত হন। জমকালো শাড়ীতে তাকে বেশ ভালোই লাগছিল, মনেই হয়নি তিনি কবে ৭৭ বছর পেরিয়ে গেছেন। তবে তাঁর কণ্ঠ শুনে মাঝে মাঝে কিছুটা মনে হয়েছিল। তিনি তার গাওয়া মাত্র কয়েকটি হিট প্লেব্যাক গান করেছিলেন। তার আগে নিউ.সাউথ.ওয়েলস রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া ক্যানেলী মঞ্চে এসে আশাজীকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। মুখ্যমন্ত্রী অনেকটা রসিকতা করেই বল্লেন শারিরীকগঠনে তিনি আশার চেয়ে দীর্ঘ হলেও আশার পরিচিতি ও সুখ্যাতি তার চে' অ-নে-ক দীর্ঘ। অনুষ্ঠানের মাঝে ৪৫ মিনিটের বিরতি দিয়ে পুনরায় অমিতের লম্ফ-ঝম্প দিয়ে শুরু হয়।

সাউন্ড সিষ্টেমের নট-খটের জন্যে অনুষ্ঠান কিছুটা বিঘ্নিত হয়। অলিম্পিক ভেন্যুতে এমনটি আশা করা যায়নি। দ্বিতিয়ার্ধে আশাজী সুন্দর ও ঘন সবুজের ময়দানে রূপালী ইলিশের আঁশ ছড়ানো একটি শাড়ী পরে আসেন, দারুন লেগেছিল। কিন্তু পুনরায় তার গানের কালেকশন ও ঝাঁঝড়া সুরের গানগুলো শুনে অনেক বিদগ্ধ শ্রোতা মর্মাহত হয়েছিলেন। "আশার গাওয়া গানের ভান্ডার অনেক বৃহৎ, তার মাঝ থেকে ঠিক অনূ-কনা সমান কয়েকটি গান গাইলেও হয়তো টিকেটের পয়সাটা উসুল হতো।" উষ্মার স্বরে বলেলন মাঝের সারিতে বসা ষাটোর্ধ শ্রী গিরিধারী লাল। সেদিন সত্যি আশা প্রায় অনেক শ্রোতাকেই নিরাশ করেছিলেন, যেমনটি গতবার করে গিয়েছিলেন মান্না দে, জগজিৎ সিং। অনেকে মনে করেন এঁরা আসলে নাম দিয়েই অনুষ্ঠানে শ্রোতা জড়ো করেন, আর অনুষ্ঠানের আয়োজকরা ওদের নাম ভাঙ্গিয়ে দুটো পয়সা বানিয়ে নেন। কেউ কেউ বললেন শত ডলারের টিকিট না কিনে বরং কয়েকটি ডলার খরচা করে আশা ভোঁসলের হিট গানের একটি অরিজিন্যাল ডিভিডি ঘরে কিনে নিয়ে গেলেও ভালো হতো। ভবিষ্যতে অনুষ্ঠানের আয়োজকরা এধরনের উঁচুমানের শিল্পীদের সিডনীতে এনে গান না গাইয়েও দিব্যি পয়সা বানাতে পারেন। শিল্পীকে অলিম্পিকের মত এ-রকম কোন ভেন্যুতে অথবা অপেরা হাউজের বাইরে জলের ধারে সুন্দরভাবে সাজিয়ে কয়েক ঘন্টার জন্যে দাঁড় করিয়ে লাইনে খাড়া আগত শ্রোতাদেরকে একে একে অটোগ্রাফ ও শিল্পীর সাথে ছবি তোলার সুযোগ দেয়া হবে বলে বিজ্ঞাপন দিলেই দেখা যাবে দু-দিনেই সব টিকিট হাওয়া। অটোগ্রাফের জন্যে ৫০ ডলার এবং ছবি তোলার জন্যে ১০০ ডলার, আর প্যাকেজ ডীল হলে মূল্যহ্রাস করে ১২৫ ডলারেও তা হতে পারে। শ্রোতারা ভবিষ্যতে এধরনের বড়মাপের শিল্পীদের গান শুনতে গেলে বড়ই সতর্ক থাকবেন, বিবেচনা করে দেখবেন, আপনি কি তাদের দেখতে যাচ্ছেন না-কি তাদের গানও শুনতে যাচ্ছেন।

বোম্বের সঙ্গীত-সড়ক প্যাডের রোডের বাড়ীতে যেমনি স্নেহ করেছিলেন ঠিক তেমনি সিডনীতে মার্তৃস্নেহে আরেকবার আশা ভোঁসলে বনিকে আশির্বাদ করে বল্লেন, 'শত সাল বেঁচে থাক বাবা, এবারতো দিব্যি ফাঁকি দিয়ে আসলি তবে আবার বম্বে গেলে দেখা না করে আসবি না'।

আশা ভোঁসলে ও অমিত কুমারের গানের ছবিগুলো দেখতে এখানে টোকা মারুন